খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন কাজ ব্যাহত হচ্ছে অর্থাভাবে

অপ্রতুল অর্থ বরাদ্দের কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছে না। দেশের নবীন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে এক শ' কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ প্রয়োজন।

খুলনা শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের পাশে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠালাভের পর ১৯৯০ সালের জুলাই মাসে জাতীয় সংসদে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাস হয়। ১৯৯০-৯১ সালে চারটি ডিসিপ্লিনে মোট ৮০ ছাত্রছাত্রী নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি স্কুল (অনুষদ)-এর অধীনে ১৫টি ডিসিপ্লিন (বিভাগ) চালু আছে। ডিসিপ্লিনগুলো হচ্ছে স্থাপত্য, কম্পিউটার সায়েন্স এ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, নগর ও গ্রামীণ পরিকল্পনা, ইলেকট্রনিক্স এ্যান্ড কমিউনিকেশন, গণিত, ফিশারিজ এ্যান্ড মেরিন রিসোর্স টেকনোলজি, ফরেস্ট্রি এ্যান্ড উড টেকনোলজি, বায়োটেকনোলজি, এগ্রোটেকনোলজি, ফার্মেসি, এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স, সয়েল সায়েন্স, ব্যবসায় প্রশাসন, ইংরেজী ও অর্থনীতি।

সেশনজট, সন্ত্রাস ও রাজনীতিমুক্ত খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, জীববিজ্ঞান, কলা ও মানবিক এবং বাণিজ্যসহ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ১৫টি শাখা (ডিসিপ্লিন) খোলা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে আরও শাখা খোলা হবে। বর্তমানে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৮শ'। এর মধ্যে বিদেশী ছাত্রছাত্রী রয়েছে ৩৮ জন। ইতোমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছয়টি ব্যাচের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম দুই ব্যাচের উত্তীর্ণ ডিগ্রীধারীদের নিয়ে ১৯৯৭ সালের ১০ এপ্রিল প্রথম সমাবর্তন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাকি চার ব্যাচের উত্তীর্ণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জনকারীদের নিয়ে আগামী ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০১ দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়েছে।

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের উচ্চশিক্ষার পাদপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়। নবীন হলেও ইতোমধ্যে শিক্ষা কার্যক্রমের এক দশক পার হয়েছে। এরই মধ্যে দেশ-বিদেশে ব্যাপক পরিচিতি লাভ করতে সক্ষম হয়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এ বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতোমধ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করেছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে মূলত সন্ত্রাস, সেশনজট ও রাজনীতিমুক্ত থাকার কারণে। নির্দিষ্ট মেয়াদে বা তার আগেই শিক্ষা কোর্স সম্পন্ন করা, যুগোপযোগী ও প্রয়োজনমুখী শিক্ষার বিষয় নির্বাচন, আঞ্চলিক সম্পদের উন্নয়নভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা এবং ক্যাম্পাসে সুষ্ঠু শিক্ষা ও পরিবেশ বজায় রাখার কারণে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনের জন্য আশাবাদ সৃষ্টি করেছে। অথচ অর্থ সঙ্কটের কারণে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিকাশ ব্যাহত হচ্ছে। নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা এ বিশ্ববিদ্যালয় পাচ্ছে না। এ ছাড়া নতুন নতুন বিষয় খোলার কারণে সিনিয়র শিক্ষকের সঙ্কটও রয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৮শ' ছাত্রছাত্রীর মধ্যে মাত্র পাঁচ শ' ২৫ জনের আবাসন ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এক শ' ৮০ শিক্ষক, ৫২ কর্মকর্তা এবং দু'শ' ২০ কর্মচারী রয়েছেন। চলতি প্রকল্পে এদের জন্য কোয়ার্টার নির্মাণের কিছু কাজ করা হলেও এতে খুবই কমসংখ্যক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর আবাসন হবে। আবাসন সঙ্কট নিরসনে আরও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।

সূত্র জানায়, সম্প্রসারমান খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৫ বছর মেয়াদী ভবিষ্যত পরিকল্পনার একটি মাস্টার প্ল্যান চূড়ান্তপ্রায়। মাস্টার প্ল্যানটি চূড়ান্ত অনুমোদন পেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়তন সম্প্রসারিত হয়ে বর্তমান আয়তন (এক শ' সাতাত্তর একর)-এর দ্বিগুণ হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক বিকাশে জরুরীভাবে প্রয়োজন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি স্থাপন, গবেষণাগার, জিমনেশিয়াম ও অডিটোরিয়াম তৈরি, আরও একটি ছাত্র হল নির্মাণ, ছাত্রী হলের সম্প্রসারণ, আরও একটি এ্যাকাডেমিক ভবন ও প্রশাসনিক ভবন তৈরি এবং খেলার মাঠের উন্নয়ন। এ ছাড়া শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের চাকরি উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর, শিক্ষকদের উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ফান্ড বৃদ্ধি, ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও দু'টি পরিবহন বাস, এ্যাকাডেমিক ও প্রশাসনিক স্টাফদের জন্য দু'টি মিনিবাস ও একটি মাইক্রোবাস একান্ত দরকার। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, এক শ' কোটি টাকার একটি থোক বরাদ্দ পাওয়া গেলে আগামী ১০ বছরের মধ্যে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি সেন্টার অব এক্সিলেন্স হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব।

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন শহীদ মিনার ও এ্যাকাডেমিক ভবন —জনকণ্ঠ

অমল সাহা